NATIONAL CENTRE FOR SCHOOL LEADERSHIP
NCSL
Every Child Learns
Every School Excels

ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কুল লিডারশিপ

বিদ্যালয়স্তরে নেতৃত্বের বিকাশ

রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী পরিকল্পনা
ও
পাঠক্রম রূপরেখা

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন

সদস্যবৃন্দ

রশমী দিওয়ান

সুনীতা চুঘ

কাশ্যপী অবস্থি

সুবিথা জি. ভি.

এন. মৈথিলি

সীমা সিং

জি. এস. নেগী

চারু স্মিতা মালিক

দারক্ষণ পরভীন

মনিকা বাজাজ

ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কুল লিডারশিপ

রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী পরিকল্পনা

ও

পাঠক্রম রূপরেখা

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন (NUEPA)
(Declared by the Government of India under Section 3 of the UGC Act, 1956)

© NUEPA

প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০১৪
বাংলা অনুবাদ: মার্চ ২০১৫

প্রকাশক: রেজিস্ট্রার, নিউপা
১৭ বি, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নিউ দিল্লী- ১১০০১৬
অলঙ্করণ: ডিজিটাল এক্সপ্রেশন, নিউ দিল্লী- ১১০০৪৯
মুদ্রণ: অনিল অফসেট এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৭ ডি. এস. নিউ রাজেন্দ্রনগর
নিউ দিল্লী- ১১০০৬০

মুখবন্ধ

সাম্প্রতিক কালে গত কয়েক বছরে লক্ষ্য করা গেছে ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা এক নজিরবিহীন দ্রুততায় প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির সংখ্যার প্রসারও দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন বিদ্যালয় সংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রসারণ ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ক্রমান্বয়ে শিক্ষালাভের প্রবনতা বেড়েছে তখনই এই শিক্ষার গুনগত মানের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এই বিষয়টি ক্রমশ উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে শিক্ষার গুনগত মান তথাকথিত কোনো বৃহত্তর প্রেক্ষিতের কৌশলগত পরিবর্তনের দ্বারা উন্নত করা সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদের ভিন্ন দিকে আলোকপাত করতে হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়াও বিশেষভাবে নজর দিতে হবে বিদ্যালয় ভিত্তিক নানা কার্যাবলীতে। সারা দেশে প্রায় ১.৫ কোটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য কেবল মাত্র একটি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রত্যক্ষ সংযোগ যা প্রতিটি বিদ্যালয়কে এক উৎকৃষ্ট শিক্ষার আধার (productive learning organization) রূপে গড়ে তুলবে। এই নথিতে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের দ্বারা বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির উন্নতির দিশা দেখানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে অবশ্যই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রাধান্য পেয়ে থাকেন।

এই কার্যক্রমের রূপরেখা ও পাঠক্রমের পরিকাঠামো, যা এই নথিতে বিবৃত হয়েছে তার দ্বারা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের পরিবর্তন ও উন্নতি সধনের উদ্দশ্যে অনুসরনীয় কার্যাবলীর মূল নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এই নথিতে বর্নিত হয়েছে বিষয়বস্তু ও কর্মপদ্ধতি সমূহ যা কিনা নেতৃত্বদানের ক্ষমতাকে আরো শানিত করে তোলে। যদিও পাঠক্রমের একেবারে কেন্দ্রে শিক্ষার্থী, শিখন ও শিক্ষনকেই স্থান দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের দ্বারা পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে। কেবলমাত্র বিদ্যালয়গুলির গুনগত মানোন্নয়ন নয়, এই পাঠক্রম বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমতা এবং বিশাল বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়বস্তুগুলিকেও সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। যে কোন পাঠক্রমের মূল বৈশিষ্ট হল- তা যেন অবশ্যই গতিশীল ও অনুভূতিপ্রবণ হয় যা কিনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে যেতে পারে। দেশব্যাপী এই পাঠক্রমকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই নথি NCSL-এর পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে।

আমি এই নথিপত্র প্রকাশ করার জন্য NCSL-এর দলবদ্ধ প্রয়াশকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা রাখি রাজ্য সরকার, বিদ্যালয়-প্রধান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় 'বিদ্যালয় নেতৃত্বদান প্রকল্প'-টি আরো কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

নিউ দিল্লী
ফেব্রুয়ারী ১৪, ২০১৪

আর. গোবিন্দা
ভাইস-চ্যান্সেলর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

NUEPA- তে নির্মীত দি ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কুল লিডারশিপ (NCSL) বিদ্যালয় প্রধানদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে আরো উন্নত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। প্রাথমিক পর্যায় NCSL বিদ্যালয়স্তরে নেতৃত্বের বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে কার্যক্রমের আঙ্গিক ও পাঠক্রম রূপরেখা নির্মানের কাজে নিয়োজিত।

আমাদের এই কাজের প্রতিটি স্তরে পরামর্শ, পথ-প্রদর্শন এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এই প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় থেকে রাজ্যস্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গরে নানা আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে নির্মান করা হয়েছে। ন্যশনাল সেন্টার ফর স্কুল লিডারশিপ, ন্যশনাল রিসোর্স গ্রুপ, রাজ্য সরকার ও স্টেট রিসোর্স গ্রুপ- সকলের সম্মিলিত প্রয়াশে এই প্রতিবেদন নির্মীত। তাই আমরা প্রত্যেক সভ্যের থেকে পাওয়া সাহায্য এবং উৎসাহ, যার দ্বারা প্রত্যেকটি স্তরে এই প্রতিবেদনের মানোন্নয়ন সম্ভব, তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রশিক্ষক শ্রী আদিত্য নটরাজ, শ্রী সুনীল কাটরা এবং শ্রীমতী শশী মেনদিরত্তাকে।

এছাড়া ন্যশনাল কলেজ অফ টিচিং এন্ড লিডারশিপ (NCTL, UK) -এর পক্ষ থেকে ড: রবীন অ্যাটফিল্ড ও ড: রেশমী সিনহা-র কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞ।

আমরা প্রশাসনিক ও সচিব পর্যায়ের সহযোগীতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই শ্রী এস. কে. ভাটনগর, শ্রীমতী অলকা নেগী এবং শ্রীমতী গুরমীত সারাঙ্গকে।

এই পুস্তকটির অলংকরণে সহায়তা করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ডিজিটাল এক্সপ্রেশনের শ্রী অতনু রায়, শ্রী রাজেশ হান্ডা এবং শ্রী বীরেন্দ্র সিং নেগী মহাশয়কে।

নিউপা-র (NUEPA) সম্পাদনা এবং প্রকাশনা বিভাগের সকল সদস্যবৃন্দকে, বিশেষত, শ্রী সোমনাথ সরকার, শ্রী অমিত সিংঘল ও শ্রী প্রমোদ রাওয়াতকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্পাদনায়

অধ্যাপক (ড.) সনৎ কুমার ঘোষ
ড. সোনালী চক্রবর্তী
শ্রীমতী কেয়া চট্টোপাধ্যায়
ড. অভিজিৎ গুহ
শ্রীমতী জয়ত্রী চক্রবর্তী
শ্রীমতী শুভ্রা মলিক
শ্রীমতী বৈদেহী সেনগুপ্ত

অনুবাদে

শ্রী বিবেকানন্দ সেন
শ্রীমতী শিপ্রা ভাদুড়ী
শ্রী বাসুদেব ঘোষ
শ্রীমতী কুহেলী মুখার্জী
শ্রী দীপ্তেন্দু সরকার
শ্রীমতী অরুন্ধতী সাহা
শ্রী সন্দীপ সেনগুপ্ত
শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ
শ্রী মনীশ পান্ডা
শ্রীমতী ঝুলন ঘোষ
শ্রী সুমন দাশগুপ্ত
শ্রী নুরুল হাসান
শ্রী সুমিত বিশ্বাস
শ্রী তড়িৎ মুখার্জী
শ্রী অনির্বান চ্যাটার্জী
শ্রীমতী বৈদেহী সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

মুখবন্ধ III

কৃতজ্ঞতা স্বীকার V

1. **ভূমিকা** 1
   জাতীয় বিদ্যালয় নেতৃত্ববিকাশ কেন্দ্র (NCSL) 2

2. **প্রয়োগ সংক্রান্ত পরিকাঠামো** 4
   কেন্দ্রীয় স্তরে 4
   রাজ্য স্তরে 5

3. **বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদান কর্মসূচীর অভিমুখ** 6
   উপাংশ ১ : পাঠক্রম ও উপকরণের উন্নতিসাধন 6
   উপাংশ ২: কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি 7
   উপাংশ ৩ : পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠানগত গঠন 9
   উপাংশ ৪ : গবেষণা ও উন্নয়ন 10

4. **বিদ্যালয় স্তরে নেতৃত্ব বিকাশের পাঠক্রমের রূপরেখা** 11
   প্রধান উদ্দেশ্য 12
   নির্দেশদানের নীতি 12
   পাঠক্রম প্রয়োগ 12

৫. **মূল বিষয়** 13
   মূল বিষয় ১ : বিদ্যালয় স্তরে নেতৃত্ব বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি 15
   মূল বিষয় ২ : আত্মবিকাশ 16
   মূল বিষয় ৩ : শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার রূপান্তরকরণ 17
   মূল বিষয় ৪ : দলগঠন এবং নেতৃত্বদান 19
   মূল বিষয় ৫ : উদ্ভাবনে নেতৃত্বদান 20
   মূল বিষয় ৬ : অংশীদারিত্বে নেতৃত্বদান 21
   মূল বিষয় ৭ : বিদ্যালয় নেতৃত্ব পরিচালন 22

বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত বিষয় 25

উপকরণ প্রস্তুতি: সারবস্তু গ্রহণ ও প্রাসঙ্গিকীকরণ 28

ভূমিকা

বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে সর্বসাধারণের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত যা আগে কখনো ছিল না; তাই এগুলিকে আরো অনেক বেশী জ্ঞান সমৃদ্ধ সচেতন সমাজের চাহিদানুসারে গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়গুলির রূপান্তর ঘটাতে হবে - এই ধারণাই বিদ্যালয় প্রধানকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়। যে কারণে বিদ্যালয় প্রধানকে আরো গুরুভার বহন করতে হবে। ভারতীয় পটভূমিকায় অধিকার ভিত্তিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আতিরিক্ত গুরুত্ব পায়। এই আধিকারের আওতায় আসে শিক্ষার প্রতি সকলের সমান অধিকার, উৎকৃষ্ট গুনমানের শিক্ষার অধিকার এবং আনন্দময় শিখন পরিবেশের আধিকার। এই লক্ষ্য সধনের অনেকটাই নির্ভর করে কার্যকরী বিদ্যালয় নেতৃত্বের উপরে যা বিদ্যালয়ের রুপান্তর ঘটায়। বিদ্যালয় প্রধানের কৃতিত্ব নির্ভর করে যখন বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সীমিত পরিমাণ সম্পদে এবং শিশুদের পিতামাতাদের প্রচন্ড চাহিদার মধ্যেও তিনি তাঁর কর্মক্ষমতার বাস্তবিক প্রকাশ দেখাতে পারেন। এর জন্য বিদ্যালয় নেতৃত্বের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ প্রয়োজন যা তাদের সমস্যা এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উপলব্ধ সুযোগগুলির গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম করবে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে বিদ্যালয়সমূহের প্রধান, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক দক্ষতা ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেই হবে যাতে বিদ্যালয়গুলি উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিগণিত হতে পারে।

বিদ্যালয় কখনোই কোনো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির এক দর্পণ স্বরূপ। অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলিকে উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল রূপে গড়ে তুলতে গেলে সমাজের এই সকল বিষয়কে অবজ্ঞা করলে কখনই চলবে না। বিদ্যালয়গুলির প্রধানদের প্রথাগত পরিচালন ও প্রশাসনিক দায়িত্বভার থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্যালয়গুলির পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই পরিবর্তনের প্রথম ও মুখ্য কর্মসূচীই হবে গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ও প্রলম্বিত দীর্ঘসূত্রী বিকাশমূলক কার্যক্রমের বাইরে এসে নেতৃত্ব দানের সামর্থ গড়ে তোলা, যাতে বিদ্যালয় প্রধানরা সহজেই বিদ্যালয়ের বাস্তব সমস্যাগুলির মোকাবিলা করে তা দূর করতে পারেন। এই বিষয়টিকে ভিত্তি করে জাতীয় স্তরে ও সকল বিদ্যালয়স্তরে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাতে বিদ্যালয় প্রধানদের সামর্থ দীর্ঘদিনব্যাপী এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়।

জাতীয় বিদ্যালয় নেতৃত্বদান কেন্দ্র (NCSL) কী?

NUEPA দ্বারা গঠিত NCSL- এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে উৎকৃষ্টমানের বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বিদ্যালয় স্তরের সঠিক নেতৃত্বদানে সক্ষম ব্যক্তিত্বকে চয়ন করার দিকে। এর জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক ভাবে প্রশাসক এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের যৌথ উদ্যোগ। দেশ ব্যাপী বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নই NSCL-এর অভীপ্সা।

NCSL অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি নমনীয় পাঠক্রম তৈরী করতে চলেছে যা আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ বিদ্যালয়গুলিকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে। এটা লক্ষ করা গেছে যে এই SLDP-এর আওতায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থিত ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি আসতে পারে।

নীচের মূল লক্ষ্য এবং মূল উদ্দেশ্য থেকে দেশব্যাপী বিদ্যালয় রূপান্তরের কর্মসূচীটি আরো সুস্পষ্ট হবে।

ভবিষ্যত রূপরেখা:

বিদ্যালয়স্তরে এমন নেতা তৈরী করা হবে যাঁরা বিদ্যালয় ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে প্রতিটি শিশুকে শেখার সুযোগ করে দেবেন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়কে সম্পন্ন বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তুলবেন

মূল উদ্দেশ্য :

উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয় স্তরে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

প্রয়োগ সংক্রান্ত পরিকাঠামো

বিদ্যালয় স্তরে নতুন প্রজন্মের নেতাদের দ্বারা শিক্ষাঙ্গনগুলির রূপান্তর সাধনের উদ্দেশ্যে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক শিখন অভিজ্ঞতাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োগ করা।

এই পদ্ধতিকেই নীচে বর্ণনা করা হল।

কেন্দ্রীয়স্তরে

NCSL, NUEPA র উপাচার্য প্রফেসার আর. গোবিন্দার নেতৃত্বে কাজ করে। এর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় উপদেষ্টামন্ডলীর (NAG) কয়েকজন দক্ষ ব্যক্তি, জাতীয় সম্পদমন্ডলী (NRG), উপদেশকগণ। NUEPA তে NCSL দল বিদ্যালয় নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচীর সমস্ত দিকগুলির উপর জাতীয় স্তরে কাজ করছে। এটি ইংল্যান্ডের নটিংহ্যাম- এ অবস্থিত National College for Teaching and Leadership (NCTL) -এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথেও নিবিড় যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছে ।

রাজ্যস্তরে

বিদ্যালয় নেতৃত্বের জাতীয় কেন্দ্র (NCSL)-এর উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চাহিদা অনুসারে গড়ে তোলা যেখানে জাতীয় ও রাজ্যস্তরের সব দায়িত্বশীল শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব গঠনের প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক বিনিময় ও আদানপ্রদানের বুনোটের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্যস্তরে সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির নেতৃত্বের উন্নতিকল্পে কাজ করবেন। যার নাম State Resource Group (SRG)। তাই SRG -র কাছে প্রত্যাশা থাকবে যে তারা রাজ্য-উপযোগী কর্মসূচী এবং সমগ্রী প্রস্তুত করবেন এবং NCSL, NUEPA -র সাথে যুক্ত একটি নেতৃত্ব আকাদেমি (Leadership Academy) গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ তৈরী করবেন। এই Leadership Academy (LA) ও SRG-র ব্যক্তিবর্গের সাহায্য কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে কাজে লাগবে। এই কর্মসূচী সব রাজ্যে Professional Learning Communities (PLC) গঠন করবে। এইভাবে গড়ে ওঠা কর্মসূচী সব রাজ্যে Professional Learning Communities (PLC) -কে জন্ম দেবে যেগুলি নানা সিম্পোসিয়াম, আলোচনা চক্র এবং কর্মশালার মাধ্যমে পেশাদারিত্ব বিকাশের জন্য NCSL, NUEPA-র সাথে অনবরত যোগাযোগ রেখে চলবে।

বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদান কর্মসূচীর অভিমুখ

NCSL-এর নমনীয় পাঠক্রম দেশজুড়ে সব ধরনের বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কর্মসূচী এমনভাবে ভাবা হয়েছে যাতে সব ধরনের বিদ্যালয় - উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক এর আওতায় আসে। বিদ্যালয় যেগুলি বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং বিভিন্ন আয়তনের - সবগুলিকেই এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অধিকার-ভিত্তিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্মসূচী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে NCSL বিদ্যালয়স্তরে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে উন্নতিসাধনের উদ্দ্যেশে চারটি কার্যকরী কৃত্যক স্থির করেছে; সেগুলি হল- পাঠক্রম ও উপকরণ প্রস্তুতি, সামর্থ বিকাশ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি ও নেটওয়ার্কিং এবং গবেষণা ও উন্নয়ন।

পাঠক্রম ও উপকরণ প্রস্তুতিকরণ রাজ্যস্তরের সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ও বিদ্যালয় নেতৃত্বস্থানীয়দের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করবে। যোগাযোগ স্থাপন এবং গবেষণাকে কাজের দুটি সমান্তরাল ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয়। এগুলির মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ প্রক্রিয়ার বিকাশ পরিচালনা এবং অধ্যয়ন করার জন্য সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং বিদ্যালয় প্রধানরা একত্রিত হবেন। নেতৃত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার কথা মাথায় রেখে NCSL - এর কর্মসূচীর কৃত্যালি (activities) এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে পাঠক্রম প্রস্তুতি, ক্ষেত্র সমীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অভিমত (feed back) - এর মধ্যে সাযুজ্য থাকে। এর ফলে যারা বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদানের প্রক্রিয়ার সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত এবং যাঁরা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের জন্য আরো প্রাসঙ্গিক নতুন জ্ঞান নির্মাণ, কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরী, পরিকল্পনা এবং বিকাশ, সামগ্রী প্রস্তুতিকরণ এবং কর্মপন্থার নতুন পথ উন্মুক্ত হবে।

উপাংশ ১ : পাঠক্রম ও উপকরণের উন্নতিসাধন

বিদ্যালয় নেতৃত্ববিকাশের পাঠক্রম-রূপরেখা এমন একটি সামগ্রিক ও নমনীয় নথি যা একবিংশ শতকের বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বিদ্যালয়-প্রধানদের বিবর্তনমান ভূমিকা দর্শায়। পাঠক্রম-রূপরেখা মোট সাতটি মূল বিষয় নিয়ে গঠিত যার মুল লক্ষ্যই হল বিদ্যালয় প্রধানদের ধারণা ও ব্যবহারিক

প্রয়োগের উন্নতি সাধন করা। এই নথিটি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয়স্তরে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে গঠিত। এটি রাজ্যস্তরে আটটি পর্যায়ে স্টেট রিসোর্স গ্রুপের (SRG) সদস্যদের দ্বারা স্বীকৃত যাতে বিদ্যালয়গুলিতে এর প্রয়োগ একেবারে নিম্নস্তর থেকেই বাস্তবায়িত হয়।

পাঠক্রমের রূপরেখাকে বিভিন্ন রাজ্যের নানান পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী মানানসই করে নেওয়া হবে।

উদ্দেশ্য

- পাঠক্রমের উন্নতিসাধন, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে বিদ্যালয় নেতৃত্বের জন্য সুপরিকল্পিত, প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচীর আয়োজন।
- বিদ্যালয় প্রধানদের জন্য সম্পদ সামগ্রীর সম্ভার সৃষ্টি করা।
- বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রেক্ষিতে ব্যবহার্য শিক্ষার উপকরণ প্রস্তুতি।

উপাংশ ২: কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য বিদ্যালয় প্রধানের নেতৃত্ব বিকাশ। এর মাধ্যমে রাজ্য, জেলা, ব্লক ও বিভিন্ন গোষ্ঠী স্তরে বিভক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রধানদের সামর্থ বৃদ্ধি ও কিছু সময়ব্যাপী তাদের এই ব্যবস্থায় নিযুক্ত রেখে উন্নতি সাধন করা যাবে।

বিদ্যালয় প্রধানদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচী পাঠক্রম রূপরেখার মূল বিষয়গুলি ভিত্তি করে পরিকল্পিত এবং সাজানো হবে । এই কর্মসূচী একটি সহজ অনুকূল পরিবেশে প্রয়োজন - ভিত্তিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। বাস্তবক্ষেত্রে যাতে এর প্রয়োগ ব্যপ্তিলাভ করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদানই এর মূল লক্ষ্য।

এই কর্মসূচী বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী গঠনভিত্তিক ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করার মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য বিদ্যালয় প্রধানদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো যাতে তাঁরা বিদ্যালয়কে উন্নত করার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব দেন । এতে রাজ্য এবং জেলা স্তরের ব্যক্তিদের সামর্থ বৃদ্ধি

পাবে যাতে তাঁরা নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজন - ভিত্তিক কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে পারেন এবং নতুন নতুন চিন্তাধারায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারেন।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যালয় প্রধানদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানের ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে যাতে তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নতুন চিন্তাধারার প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন করেন সে বিষয় প্রশিক্ষিত করা।
- রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে নেতৃত্ব বিকাশ এগিয়ে নিয়ে যাবেন এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তৈরি করা।
- শিখন-শিক্ষণ, ব্যক্তিগত এবং পেশাদারী উন্নতি, বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন এবং অংশীদারীত্বে বিদ্যালয় প্রধানদের সামর্থ গড়ে তোলা।
- বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নের উদ্দশ্যে আঞ্চলিক নেতৃত্ব (SMCs, SDMCs, VECs, PTAs, MTAs) ও প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন।

এই কর্মসূচীর প্রয়োগ করার দায়িত্ব হল রাজ্যের। NCSL-এর উপযুক্ত পরামর্শ ও সহায়তায় রাজ্য এই দায়িত্ব পালন করবে। এর জন্য প্রয়োগ ভিত্তিক উপকরণ সরবরাহের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে যাতে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা হাতেনাতে এই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন ও প্রয়োগের ধারনা লাভ করেন। পাঠক্রম রূপরেখা ও পাঠ্যবস্তুর অভিযোজন ও প্রাসঙ্গিকীকরণের সুযোগও থাকবে। প্রত্যেক রাজ্য থেকে নেতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণগুলি নথিভুক্ত করা হবে। রাজ্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট জেলা, গুচ্ছ ও অঞ্চলে দক্ষতা বিকাশ-কর্মশালায় এই নথি ব্যবহৃত হবে।

দক্ষতা বিকাশের কর্মসূচীর জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্টেট রিসোর্স গ্রুপকে নিয়োগ করা হবে এবং এই দল বিদ্যালয় প্রধানদের কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন করবেন।

উপাংশ ৩ : পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠানগত গঠন

সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়াদের মধ্যে উন্নত মানের শিক্ষাদানের লক্ষে NCSL রাজ্যগুলির বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এই পেশায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গঠন করে এক দীর্ঘ মেয়াদী আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে তুলতে চাইছে। এর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কেই কিছু পরিবর্তনশীল কার্যাবলী গ্রহণ করতে হবে। তাই NCSL কিছু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যে তথা জেলায়, ব্লকে, গুচ্ছস্তরে SLDP-এর প্রসারতার দিকে নজর দিচ্ছে।

প্রত্যেক রাজ্যেই কেন্দ্র স্টেট রিসোর্স গ্রুপ, বিশেষ কিছু জেলায় অবস্থিত অ্যাঙ্কর প্রতিষ্ঠান, ঐ একটি নোডাল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্প কার্যকর করবে। এবং কাছাকাছি অবস্থিত অন্যান্য দ্বারা একটি SRG নিরূপণ করা হবে, সঞ্চালক প্রতিষ্ঠান এবং একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। এদের দ্বারাই একটি নেতৃত্বদানের শিক্ষাকেন্দ্র তৈরী হবে রাজ্যস্তরে। প্রকৃত পক্ষে এই শিক্ষণ কেন্দ্রই হবে জাতীয় কেন্দ্রর প্রসারিত অঙ্গ।

উদ্দেশ্য

- রাজ্য সরকারের পরামর্শে গঠিত নেতৃত্বদানের শিক্ষণকেন্দ্র এবং এই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির সঙ্গে NCSL-এর সমন্বয় সাধন।
- গুচ্ছ, ব্লক এবং জেলাস্তরে বিদ্যালয় প্রধানদের সঙ্গে একেবারে তৃনমূলস্তরে প্রশাসকদের নিয়মিত সমন্বয়সাধন এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও জন প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগসাধন।
- বিদ্যালয় প্রধানদের জেলা, রাজ্য ও আঞ্চলিকস্তরে সংঘবদ্ধ শিখন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে সারা দেশের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে নেতৃত্বদানের বিকাশকে সঠিকভাবে সঞ্চারিত করা।

নেতৃত্বদানের শিক্ষণকেন্দ্র গঠনের জন্য রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে NCSL। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেই এক একটি শিক্ষণকেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর এবং রাজ্যের SRG সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই শিক্ষণকেন্দ্র কাজ করবে। এই শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির নিজস্ব সদস্যবৃন্দ এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিগণ ও নিরলস প্রয়াস চালাতে সচেষ্ট থাকবে। এই ভাবে একটি পেশাদারী শিখন মন্ডলী (PLC) গঠিত হবে যা গুচ্ছ, ব্লক ও জেলাস্তরে তাঁদের অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করবে।

উপাংশ-৪ গবেষণা ও উন্নয়ন

নিরন্তর গবেষণা ও উন্নততর পদ্ধতি পরিবর্তন আরো নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে উন্মুক্ত করে যা পরবর্তীক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করে তোলে। অন্যান্য গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে এই গবেষণাকে যুক্ত করে শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

উদ্দেশ্য

- আদর্শমূলক নেতৃত্বদানের কার্যাবলীর সংগ্রহ, নথিভুক্তিকরণ এবং তা ব্যাপৃতকরণ।
- ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধ্যান ধারণার সংযোজন।

সমগ্র বিদ্যালয় নেতৃত্ববিকাশ কার্যক্রম চালিত হবে পাঠক্রম পরিকাঠামো এবং পুস্তিকা প্রদানের মাধ্যমে। পাঠক্রম পরিকাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নীচে করা হল।

পাঠক্রমের রূপরেখা

বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদানের বিকাশের জন্য অন্যতম মূল কাজ হিসাবে কেন্দ্র পাঠক্রমের রূপরেখা নির্মাণ করেছে। বিদ্যালয়ের রূপান্তরের কাজে যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন পাঠক্রমে তাদের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নেতৃত্বদানের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা এবং আস্থা তৈরী করতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা দায়িত্ব নিতে সক্ষম হবেন এবং যেকোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র উদ্যোগীই হবেন না, তারা মনে করবেন যে সব সমস্যাই সমাধানযোগ্য। প্রত্যেকটি শিশু যাতে শেখে এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয় যাতে উন্নতি করে সেই চিন্তাধারা গঠন করতে হবে। যে কোনো সমস্যার মোকাবিলায় তাদের মনোভাব 'আমি পারি, আমি করবো' ক্রমে 'আমরা পারি, আমরা করবো'-তে পরিণত হবে। এর থেকে 'প্রতিটি শিক্ষার্থী শিখবে এবং প্রতিটি বিদ্যালয় উৎকৃষ্টতর হবে' ... এই নীতিটি কার্যকর হবে। NCSL-এর পাঠক্রম বিদ্যালয়ের পথপ্রদর্শকদের আত্মবিশ্বাস, ব্যাক্তিগত এবং পেশাগত দক্ষতা, শিখন-শিক্ষণ কৌশলের উন্নতির মাধ্যমে সহকর্মীদের সাহায্যদান, শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষগুলি নিয়ে অগ্রসর হতে উদ্যোগী।

প্রধান উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়ের প্রধানরা শিক্ষার্থীর শিখন এবং বিকাশের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে রূপান্তর-করণের প্রচেষ্টা করবেন।

নির্দেশদানের নীতি

এই পাঠক্রমের কাঠামোটি এই বিশ্বাসের ওপর নির্মিত হয়েছে যে বিদ্যালয় নেতৃবর্গের নিজস্ব পেশাগত ক্ষেত্রে বিকাশ এবং উন্নতির ইচ্ছা রয়েছে। সুতরাং তারা এই বিষয়বস্তুগুলি নিজের মত করে অনুধাবন করে প্রয়োগ করবেন। পাঠক্রম যদিও তাত্ত্বিক দিকের ওপর নির্ভরশীল, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অবশ্যই বিদ্যালয়ের নেতৃবর্গের ব্যবহারিক দিকের ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছে। এই পাঠক্রমের কাঠামো প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা কাজ করছে যে বিদ্যালয় প্রধান এবং বিদ্যালয় প্রশাসক, সমাজ এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক সর্বদাই বহুমূখী এবং গতিশীল।

পাঠক্রম প্রয়োগ

এই রূপরেখা অংশগ্রহণকারী পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর ফলে বিদ্যালয় নেতৃবর্গের ক্ষমতা বিকাশে সুবিধা হবে। পাঠক্রমের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি এবং পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে তার মধ্যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন, উপদেশনা, সূক্ষ্ম বিচার বোধ এবং প্রায়োগিক শিখনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পাঠক্রমের রূপরেখার মাধ্যমে বিদ্যালয় নেতৃবর্গকে প্রতিনিয়ত উন্নততর, সচেতন এবং পারিপার্শ্বিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মূল বিষয়

পাঠক্রমের রূপরেখার মাধ্যমে সাতটি মূলক্ষেত্রের বর্ণনা আছে। এর মাধ্যমে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষটি পূরণ করা যাবে। এই মূল ক্ষেত্র/বিষয়গুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং সেইসব পাঠ্যবিষয়কেই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের রূপান্তর এবং বিদ্যালয়ের নেতৃবর্গের পেশাগত বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে।

এই সাতটি মূল বিষয় একে অপরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। এদের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হবে এবং বিদ্যালয় রূপান্তর ও নেতৃত্বদান সম্ভব হবে। এই পাঠক্রমের রূপরেখা বিদ্যালয়কে একটি শিখন-সংস্থা হিসেবে গণ্য করে যেখানে শিশুদের সক্রিয় ভাবে শেখানো হয় এবং সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতি নজর দেওয়া হয়। এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্যই হল বিদ্যালয় প্রধানদের মধ্যে ইতিবাচক আত্মধারণা সৃষ্টি করা এবং তাদের ভেদাভেদহীন পথপ্রদর্শক হিসাবে তুলে ধরা।

এই পাঠক্রমের রূপরেখার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গার মূল সমস্যা উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন- পাহাড়ী অঞ্চল, মরুভূমি, বন্যাকবলিত অঞ্চল অথবা যেখানে সামাজিক দ্বন্দ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। একই ভাবে ছোটো ও মাঝারি মাপের বিদ্যালয়গুলির প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

মূল ক্ষেত্র ১ : বিদ্যালয় স্তরে নেতৃত্ব দানের দৃষ্টিভঙ্গি

এই ক্ষেত্রটি নেতৃত্বদানের বোধ গঠন করা এবং তার ফল স্বরূপ বিদ্যালয় কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে সেই বিষয়ে উপলব্ধি তৈরী করায়। এই অংশটির মাধ্যমে বিদ্যালয় কীভাবে শিখন সংস্থায় পরিবর্তিত হয়, কীভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশে উত্তীর্ণ করে এবং কীভাবে বিদ্যালয় ক্রমাগত পরীক্ষণ এবং পরিবর্তনের মাধ্যম হয়ে ওঠে তা বর্ণনা করে। এই অংশটি মূলত বিদ্যালয়ের পরিবর্তন এবং রূপান্তরের জন্য একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার দিকেই গুরুত্ব দিয়েছে।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যালয়ের নেতৃত্বর প্রয়োজন উপলব্ধি করা এবং পরিবর্তন ও উন্নয়নের একটি পথ প্রদর্শন করা।

একক ১ : শিখন প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়

- সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়
- প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের গতিশীল ভূমিকা
- বিদ্যালয়ে আদান - প্রদানের প্রক্রিয়া
- শিখন এবং বিকাশের ভিত্তিস্তর হিসাবে বিদ্যালয়

একক ২ : বিদ্যালয় স্তরে নেতৃত্বদান : একাধিক ভূমিকা এবং সত্তা

- নেতৃবর্গকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে
- নেতৃবর্গকে পরিবর্তনের কান্ডারী হতে হবে
- বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং জনমুখী হবেন, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবেন আর নিজে জীবনব্যপী শিক্ষার্থী হবেন
- নেতৃবর্গকে চিন্তনশীল কর্মসম্পাদনকারী হিসাবে কাজ করতে হবে
- বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য নেতৃবর্গকে উদ্যোগ নিতে হবে

একক ৩ : বিদ্যালয়ের জন্য ভবিষ্যতের দিশা নির্মাণ

- বিদ্যালয় রূপান্তরের জন্য দূরদর্শিতা
- প্রেক্ষাপট এবং বাধার মূল্যায়ন ও উপলব্ধি

- ভবিষ্যত দিশাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রবর্তন করা
- পূনর্বিবেচনা ও পূনর্সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনকে অনুসরণ করা

একক ৪ : রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার অনুধাবন

- বিদ্যালয় রূপান্তরে নির্ধারক নীতি - অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাম্য এবং গুণগত মান উন্নয়ন
- বিদ্যালয় একটি যৌথসংস্থা - ভাবনা, সামর্থ্য এবং বিদ্যালয়ের রূপান্তকরণের লক্ষ
- ব্যক্তিগত রূপান্তরে সূচক - মনোভাব ও কার্যপদ্ধতি, চিন্তন, মনন এবং অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য সামাজিক সদস্যদের সঙ্গে সংযোগসাধন
- পরিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলা - বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং সুযোগের সৃষ্টি

একক ৫ : শিশুই প্রথম বিবেচ্য

- শৈশবের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন
- শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ
- বিদ্যালয়ের মধ্যে শিশুর অধিকার
- সাম্যবোধ, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- বিদ্যালয়কে একটি নিরাপদ স্থান হিসাবে গড়ে তোলা

একক ৬ : কর্মনীতির রূপান্তর

- লক্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলা
- বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও সহাবস্থান
- অর্থবহ পারস্পরিক আদান প্রদান প্রক্রিয়ার সৃজন
- পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রতি উন্মুক্ততা
- সম্মিলিত দায়বদ্ধতার মনোভাব পোষণ

মূল ক্ষেত্র ২ : আত্মবিকাশ

এই ক্ষেত্রটির উদ্দেশ্য হল ইতিবাচক আত্মধারণা তৈরী করা। এই ধারণা ব্যক্তির ক্ষমতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। এছাড়াও চিন্তনের আদান প্রদানের মাধ্যমে ক্রমাগত শিখনের পরিবেশ তৈরী করার ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে নিজের এবং অন্যদের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য

- আত্মোপলব্ধি, অপরের সঙ্গে এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজের বিকাশ সাধন

একক ১ : নিজেকে উপলব্ধি করা

- বিদ্যালয়ে নিজেকে একজন ব্যক্তি এবং পেশাদার ব্যাক্তি হিসাবে দেখা
- কার্য্যক্ষেত্রের অর্থ এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা
- ইতিবাচক আত্মধারণা এবং আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করা

একক ২ : অন্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভূমিকা নির্ণয়

- বিদ্যালয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে চিহ্নিত করা
- বিপরীত ধর্মী প্রত্যাশার মুখোমুখি হওয়া এবং বহুমুখী ভূমিকার প্রত্যক্ষণ
- প্রভাবের বৃত্ত এবং উদ্বেগের স্থানগুলি চিহ্নিত করা।

একক ৩ : বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে নিজের অবস্থান

- আত্মবিকাশ এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা
- বিদ্যালয়ের কর্মপন্থা প্রসঙ্গে একাধিক ভূমিকায় নিজেকে তুলে ধরা
- পেশাগত উদ্দেশ্য এবং অভ্যাসের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য চিন্তন

একক ৪ : পেশাদারিত্বের বিকাশ

- বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কাজ করা এবং সম্পর্ক স্থাপন করা
- বিদ্যালয়কে সামাজিক শিখন এবং সামগ্রিক ভাবে বেড়ে ওঠার স্থান করে তোলা
- সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা

মূল ক্ষেত্র ৩ : শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার রূপান্তরকরণ

এই অংশে বিদ্যালয়কে সৃজনশীল এবং শিশু কেন্দ্রিক করার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বিদ্যালয়কে সৃজনশীলতা এবং বিকাশের পরিবেশ তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন উন্নত হবে। এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ের প্রধানদের নিজস্ব ক্ষমতা তৈরী করতে হবে এবং রূপান্তরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

উদ্দেশ্য

- **শিক্ষণ - শিখনকে শিশু - কেন্দ্রিক সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় পরিণত করা**

একক ১ : বিদ্যালয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য

- অনুসন্ধিৎসু মন তৈরী করা
- শিক্ষার মাধ্যমে বিচারমূলক চিন্তা করার ক্ষমতা বিকাশ করা
- ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা
- দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটানো

একক ২ : শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণশাস্ত্র উপলব্ধি

- শিশুর শিখণ এবং বিকাশ মূলক চাহিদা
- শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানের নির্মাণকারী হিসাবে প্রস্তুত করা
- শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের উভয়ের জন্য শিখনকে আনন্দপূর্ণ এবং সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতায় পরিণত করা
- শিক্ষণ - শিখনকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের যৌথ অভিযান হিসাবে দেখা
- শিখণকে নানাবিধ সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা

একক ৩ : শিক্ষণ-শিখনে সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা

- আর্কষক এবং প্রাণবন্ত বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরী করা
- শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থান ও সহায়ক উপাদানগুলিকে সৃজনশীল উপায়ে বিন্যাস করা
- সক্রিয় শিখনের সুযোগ তৈরি করা
- অর্ন্তভুক্ত পরিবেশ-পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি এবং একাত্মতা বোধ
- বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে মনোরম ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করা

একক ৪ : শ্রেণিকক্ষের প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি সাধন করা

- পর্য্যবেক্ষণ, প্রতিক্রিয়াদান এবং তত্ত্বাবধান
- শিশুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়া এবং প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি সম্পর্কে নজর রাখা
- সহযোগিতামূলক কার্যাবলির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের উন্নতি

- প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির প্রয়োগ
- স্বাধীনভাবে পরীক্ষণ এবং অনুসন্ধানে উৎসাহদান

একক ৫ : পেশাদার হিসাবে শিক্ষকের বিকাশ সাধন

- শিক্ষক: বিদ্যালয় রূপান্তরের মুখ্য ব্যক্তি
- শিক্ষকদের নেতৃত্বদানে উৎসাহ প্রদান করা
- চিন্তনশীল শিক্ষক তৈরী করা
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াতে সাহায্য করা
- শিক্ষকদের উদ্বেগ এবং সমস্যাকে যথাযথ গুরুত্ব দান করা
- শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ণ ঘটানো

একক ৬ : শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত করণ : শ্রেণিকক্ষের সীমানা পেরিয়ে দেখা

- পিতা-মাতার দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষার্থীকে বোঝা
- শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে বাড়ির সাহায্য
- বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে সামাজিক জ্ঞান এবং সৃজনশীলতা দিয়ে সমৃদ্ধ করা
- বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং শিখন সংক্রান্ত শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়াদান চক্রটিকে শক্তিশালী করা
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে শিখন বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা

মূল ক্ষেত্র ৪ : দলগঠন এবং নেতৃত্বদান

এই অংশটিতে দল গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরী করার কথা বলা হয়েছে। এই অংশটিতে দলীয় গতিশীলতা, সহযোগীতামূলক ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া, দলগত কাজ করার প্রবনতা, দ্বন্দ- নিরসন এবং ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য

- সহযোগীতার মাধ্যমে দলগতভাবে কাজ করা

একক ১ : দলগঠন

- দলের সদস্যদের শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানা
- দলীয় গতিশীলতা সম্পর্কে জানা
- সহযোগিতা এবং সাহায্যদানের জন্য প্রক্রিয়া গঠন
- দায়িত্ব এবং ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা

একক ২ : দলগত কাজে উৎসাহ দেওয়া

- দলগত পরিকল্পনা
- পেশাগত আলোচনা এবং সংলাপকে গুরুত্ব দেওয়া
- একসঙ্গে কাজ করা
- বিভিন্ন উৎপাদনশীল চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রহিসাবে কর্মীসভা আয়োজন করা
- পূনর্বিবেচনা এবং প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া স্থাপন করা

একক ৩ : দলনেতা হওয়া

- সার্থক দলগত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা
- দলের জন্য কার্যকরী যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রবর্তন
- দলগত কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- দলের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা
- দ্বন্দ নিরসন

মূল ক্ষেত্র ৫ : উদ্ভাবনে নেতৃত্বদান

এই অংশটিতে বিদ্যালয়ের কাঠামো এবং কার্যক্রমকে ক্রমাগত পরিবর্তন এবং উদ্‌ভাবনের মাধ্যমে রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে। এমন ধরনের পরিবেশ, তন্ত্র, কাঠামো ও প্রক্রিয়া গঠন করতে হবে যার মাধ্যমে নতুন চিন্তাভাবনার সৃষ্টি হবে এবং এক সৃজনশীলতার সংস্কৃতি তৈরী করা যাবে।

উদ্দেশ্য

- উদ্‌ভাবনমূলক কর্মের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরণ

একক ১ : উদ্‌ভাবন-শিখন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি

- বিদ্যালয় প্রধান : উদভাবনের মূল চালিকা শক্তি
- নতুন ভাবনা চিন্তার খোঁজে : সংলাপ এবং মস্তিস্ক উজ্জীবনের এর মাধ্যমে

- উদ্‌ভাবন : বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন
- প্রথাগত কাঠামোকে অতিক্রম করে দেখা

একক ২: বিদ্যালয়ে সৃজনশীলতার সংস্কৃতি তৈরি করা

- উদ্‌ভাবনকে প্রতিপালন করা : পরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে
- যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ এবং তাত্ত্বিক সমর্থন
- ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে একত্রিত করা
- পরিবর্তনকে প্রতিহত করে এমন প্রক্রিয়াগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সম্বোধন করা
- নতুন ভাবনা চিন্তাকে পুরস্কৃত করা এবং স্বীকৃতি দান
- উদ্‌ভাবনগুলিকে চিহ্নিত করে নথিভুক্ত করা

একক ৩ : উদ্‌ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির পুনঃকল্পনা

- বিদ্যালয় স্তরের উদ্‌ভাবন - পাঠক্রমের সংগঠন পরিবর্তন, বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি, কর্ম-বিতরণ, মিড-ডে মিল, বাজেট, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থের জোগার করা, সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার, বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন, সামাজিক সভা এবং কর্মী সভা আয়োজন করা
- শ্রেণিকক্ষ স্তরে উদ্‌ভাবনি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে যা আছে তাই দিয়ে নতুন করে সাজানো, শ্রেণিকক্ষ সংগঠন, সময়-সারনি প্রস্তুত করা, শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সমাজকে উদ্‌ভাবক হিসাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি

মূল ক্ষেত্র ৬ : অংশীদারিত্বে নেতৃত্বদান

বিদ্যালয় রূপান্তর করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব তৈরি করা মূল উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে হতে পারে। এই অংশে বিদ্যালয় এবং অভিভাবক, সমাজের সদস্যরা, শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিক এবং কাছাকাছি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয় নেতৃবর্গকে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে সুযোগ তৈরী করতে হবে।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যালয় রূপান্তরে অভিভাবকদের, সমাজের এবং শিক্ষাকর্মীদের অংশীদারিত্ব

একক ১ : গৃহ -বিদ্যালয় অংশিদারিত্ব

- গৃহ- বিদ্যালয়ের আদান প্রদানের পরিসর রচনা করা
- শিখন এবং বিকাশ - উভয়েই শিক্ষক এবং অভিভাবকের দায়িত্ব
- অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের প্রত্যক্ষণ এবং প্রত্যাশাকে সম্বোধন করা
- অভিভাবক অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করা
- অভিভাবক শিখনের জন্য বিদ্যালয় একটি মঞ্চ প্রদান করবে

একক ২ : সমাজের সঙ্গে কাজ

- বিদ্যালয়-সমাজ সম্পর্কে অনুধাবন
- বিদ্যালয়ের মধ্যে সমাজের অংশগ্রহণ করার সুযোগ বৃদ্ধি
- সমাজের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির মাধ্যমে
- বিদ্যালয় বিকাশ পরিকল্পনায় সমাজের ভূমিকা নির্ধারণ করা
- সমাজের জন্য বিদ্যালয়কে সামাজিক শিখনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা
- স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করা

একক ৩ : বিদ্যালয় তন্ত্রের সঙ্গে কাজ

- শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিদ্যালয়
- শিক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে কার্যকরী মিথস্ক্রিয়া
- সামগ্রিক বিদ্যালয় তন্ত্রের চাহিদার সঙ্গে বিদ্যালয় বিকাশের চাহিদার সামাঞ্জস্য সাধন
- স্থানীয় সম্পদ ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগস্থাপন করা
- বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে অংশগ্রহন এবং আদান - প্রদান করা

মূল ক্ষেত্র ৭ : বিদ্যালয় নেতৃত্ব পরিচালন

এই অংশটি মূলতঃ বিদ্যালয় পরিচালনা ও তার অর্থ সংক্রান্ত দিকগুলির নেতৃত্বদান বিষয়ে আলোকপাত করে। এর সাহায্যে বিদ্যালয় প্রধান নিজ নিজ রাজ্যের বিদ্যালয় পরিচালনার নিয়মাবলী, বিদ্যালয়ের বাজেট, আয়-ব্যায়ের হিসেব ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন। কোন বিদ্যালয়ের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের সঠিক পরিচালনা অত্যাবশ্যক। কিভাবে সঠিক উপায় সেই সম্পদকে ব্যবহার করা সম্ভব

তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে। এর সাহায্যে একজন বিদ্যালয়-প্রধান দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জী গড়ে তুলতে পারবেন এবং সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের বিদ্যালয়ের ইতিবাচক রূপান্তর ঘটাতে পারবেন।

উদ্দেশ্য

- **বিদ্যালয়-প্রধানদের মধ্যে সুপরিচালনা, অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও উপযুক্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা ও জ্ঞানের বিকাশ।**

একক ১ : বিদ্যালয় পরিচালনার বোধ

- বিদ্যালয় রূপান্তরে বিদ্যালয় প্রধানের ক্রমবিকাশশীল ভূমিকা
- বিদ্যালয়ের প্রধান/অধ্যক্ষ, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মীবৃন্দের আচরণবিধি, দায়িত্ব, ছুটি ও পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মাবলী ও রীতিনীতির জ্ঞান
- বিদ্যালয় স্তরে রাজ্যের বিভিন্ন নীতি, প্রকল্প ও পরিকল্পনা এবং তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে ধারনা লাভ
- দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তাদের সঙ্গে কথপোকথনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য নথিবদ্ধকরণ, ফাইলিং ও ড্রাফটিং-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা লাভ
- শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট (ACR)/ অ্যানুয়াল আপরাইসাল রিপোর্ট (APAR)
- শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের সহযোগীতায় বিদ্যালয়স্তরের প্রকল্পগুলির দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পরিকাঠামো গঠন

একক ২ : বিদ্যালয়ের অর্থব্যবস্থা

- অর্থ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
- বাজেট ও অ্যাকাউন্টিং টুল সম্পর্কিত জ্ঞান
- অর্থনৈতিক বিষয় ও অর্থ আয়-ব্যায়ের নিয়মকানুন বিষয়ে স্বশাসন কর্মীদের স্বার্থ, যেমন, মাইনে ও এরিয়ার নির্দিষ্ট করা, পেনশন ইত্যাদি সংক্রান্ত অর্থ ব্যবস্থা সঠিক ভাবে বোঝা
- বিদ্যালয় স্তরে অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, যেমন, বিল তৈরি (মাইনে, এরিয়ার, কন্টিনজেন্সি, ভাউচার ইত্যাদি), ক্যাশ বই-এর হিসেব নিকেশ, অডিটিং ও ট্যাক্সেশন ইত্যাদি বিষয় ধারনা লাভ

একক ৩ : বস্তু ও মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা

- বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের আনন্দের ও শেখার উপযুক্ত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলা
- বিভিন্ন বিভাগ ও গোষ্ঠীর সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করা যাতে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও উন্নত শ্রেনীকক্ষ প্রাপ্তির বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়
- খোলা জায়গা ও খেলার মাঠ গড়ে তোলা
- শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য যৌথ ভাবে মডেল তৈরি করা ও এই কাজে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করা
- যে মানব সম্পদ হাতের কাছে রয়েছে তা যাতে সম্পূর্ণত ব্যবহার করা যায় তার নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন
- নিকটবর্তী অন্যান্য বিদ্যালয়, প্রতিবেশী গোষ্ঠী বা বিভাগের সাতে যোগসূত্র স্থাপন করা যাতে সেই মানব সম্পদকে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে
- শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সাথে বিদ্যালয় পরিচালনা ও অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা

একক ৪ : তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে-এর ব্যবহার

- বিদ্যালয়ের সদর্থক রূপান্তর সম্পর্কে তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়টি সম্ভব করার জন্য উপযীক্ত তথ্যভান্ডার তৈরি করা ও বজায় রাখার গুরুত্ব
- শিক্ষার্থীদের আচরণবিধি ও অগ্রগতির দিকে নজর রাখার জন্য ICT এনেবেল ডেটাবেস সিস্টেম স্থাপন
- শিক্ষার্থীদের মানের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষণ-সহায়তার ব্যবস্থা
- শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সুসজ্জিত ভাবে রাখা এবং তা যে চাকরির নিয়ম কানুন মেনে চলছে তা নিশ্চিত করা
- অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য নথি সংরক্ষণ
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের সাথে সম্পর্কিত বিভিধ প্রক্রিয়া, যেমন ভর্তি, উপস্থিতি, বাৎসরিক ক্যালেন্ডার, পাঠক্রম পরিকল্পনা, অভিভাবক-শিক্ষক/শিক্ষিকা মিটিং, অভাব-অভিযোগ জানানো, মতামত জ্ঞাপণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার জন্য একঠিক পরিকাঠামো তৈরি

বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত বিষয়

ভারতবর্ষের বৈচিত্রপূর্ণ বিদ্যালয় পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে বর্তমান কাঠামোটি বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যালয় পরিস্থিতির মুখ্য বিষয়গুলো অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। এই বিশেষ পাঠক্রমটি বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক, আর্থিক, ভৌগোলিক এবং শিক্ষাগত বৈশিষ্টর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এছাড়াও ছোটো ও বহুস্তরীয় বিদ্যালয়গুলো যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয় তার উপরও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ মুখ্য বিষয় ১ : উপজাতি এলাকার বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদান

যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলি সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আর্থিক ভাবে স্বতন্ত্র উপজাতি এলাকায় অবস্থিত এবং পিছিয়ে পড়া সেই সব বিদ্যালয় গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপজাতি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয় গুলির অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার শিশু ও এলাকাবাসীর আকাঙ্খা ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় নেতাদের গড়ে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সব বিষয়গুলির উপর বিশেষ আলোচনা করা দরকার সেগুলি হল :

- একটি বিদ্যালয়ের সামাজিক-সাস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের অনুধাবন
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রশাসকদের গতানুগতিক ভূমিকা, অনুধাবন এবং তাদের স্বীকৃতি দেওয়া
- ভাষাগত বৈচিত্রের উপর বিশেষ নজর দিয়ে এলাকার শিশুর প্রয়োজনাদি জানা
- বিদ্যালয় গোষ্ঠী এবং পরিবারের বিভিন্ন তথ্য জানা- যেমন শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির কারণ, বাসস্থান পরিবর্তনের কারণ, এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণ জানা
- এলাকার শিশুদের শিখনের চাহিদার উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম, পাঠ্যবই এবং শিক্ষণ শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকীকরণ
- এলাকাবাসীর সঙ্গে বিদ্যালয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক
- এলাকার ছাত্রাবাস সহ বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়

বিশেষ মুখ্য বিষয় ২ : ছোটো বহুস্তরীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখনে নেতৃত্বদান

এই বিশেষ ক্ষেত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল এক জন শিক্ষক বিশিষ্ট এবং দুই জন শিক্ষক বিশিষ্ট বহু শ্রেণী বিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের প্রধানদের বহুবিধ ভমিকা। এই বিদ্যালয় প্রধানদের একাধারে বহুবিধ কার্য সম্পাদান করতে হয়। এই বিদ্যলয়ের শিক্ষকরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা, কার্যের প্রেক্ষিত, উপকরণ ও সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে স্বল্প বোধ সম্পন্ন। এই ক্ষেত্রটি শিক্ষকদের শিক্ষণ- শিখন ক্ষেত্রে আরো সচেতন হতে নির্দেশনা দেবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে সমর্থ হবে।

- স্থানীয় সমস্যা ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবন
- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র অনুযায়ী একটি সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিকরণ উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের উপযোগী পাঠক্রম প্রস্তুত এবং তাকে শিক্ষার্থীর পঠনস্তর ভিত্তিক করা। একই সঙ্গে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন উপকরণ
- ছাত্র ব্যবস্থাপনা : ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা, আসন আয়োজন, ছাত্রযত্ন এবং সহায়তাদান
- দলগতভাবে শিক্ষা : বিভিন্ন শিক্ষাস্তর ও বয়ঃক্রম -এর মধ্যে সহযোগী শিক্ষা ও সহায়তাদানের ব্যবস্থা
- বহুস্তরীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দ্বারা সময়ের যথাযথ ব্যবহার

বিশেষ মুখ্য বিষয় ৩ : সমস্যাদীর্ণ অঞ্চলের অগ্রসর বিদ্যালয়

ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে দ্বন্দ্ব ও দুর্যোগের কারণে। এইসব অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিদ্যালয়ের এই অনিশ্চয়তা ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যে মানসিক অশান্তি ও আঘাতের সঞ্চার কে র। এই দুরূহ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রধানকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ের কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বজায় রাখা, স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ঐক্যতান গড়ে তোলা এবং বিদ্যালয়ের কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুনিশ্চয়তা অর্জন । এই বিশেষ ক্ষেত্রটি এই ধরনের সমস্যার ওপর আলোকপাত করে।

- একটি সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক অশান্তি ও আঘাতের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে
- শ্রেণিকক্ষে শিশুকেন্দ্রিক, চাপমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা

- বিদ্যালয়ে শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা যেকোন ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনার মোকাবিলা করতে সক্ষম
- শিশুদের স্বার্থরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য জনগণ ও পুলিশের থেকে সমর্থন অর্জন করতে হবে
- উৎসাহদান, সমর্থন ও প্রস্তুতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে যা প্রত্যেককে যে কোনো ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম করে তুলবে
- বাস্তব জীবন থেকে নমুনা সংগ্রহ, বিদ্যালয়ে তার আলোচনা এবং শিক্ষণ-শিখন প্রণালীতে তার বুনন

বিশেষ মূখ্য বিষয় ৪ : প্রতিকূল ভৌগলিক পরিবেশ

বৃষ্টিবহুল এলাকা, মরু অঞ্চল, পাহাড়ি এবং উপকূলবর্তী এলাকার মত ভৌগোলিক প্রতিকূল পরিবেশের বিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ সময়ে ঋতুভিত্তিক বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এইসব বিষয়গুলির মধ্যে থাকবে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যহতকারী আবহাওয়াগত পরিবর্তন, এর উদ্দেশ্য হল এইরকম কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে বিদ্যালয় প্রধানদের প্রস্তুত করা।

- ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত পরিবর্তন অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনের ঋতুভিত্তিক সময় সারণী তৈরী করা ও প্রয়োগ করা
- গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ এবং পিতা-মাতার সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের অনুপস্থিতি ও বিদ্যালয়ছুট হওয়া রোধ করা এবং প্রতিদিন বা ধারাবাহিক বিদ্যালয়কার্য সম্পন্ন হওয়ার সুনিশ্চিত করা
- এইরকম বিশেষ স্থান ও জলবায়ুগত প্রতিকুল পরিবেশের বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিল-এর উপকরণ ও শিক্ষামূলক উপকরণের সংরক্ষণের উপযুক্ত ভালো এক পরিকাঠামো গঠন করা
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তীব্র জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত করা
- বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা

এই সমস্ত অঞ্চলের নিদিষ্ট কিছু বিষয় ও সমস্যার প্রতি দৃকপাত করার সাথে সাথে, পাঠক্রমটি বিদ্যালয় প্রধানদের সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

উপকরণ প্রস্তুতি-সারবস্তু গ্রহণ ও প্রাসঙ্গিকীকরণ

প্রত্যেকটি মূল বিষয়ের জন্য একগুচ্ছ সহজবোধ্য এবং আদানপ্রদান মূলক উপকরণ প্রস্তুত করতে হবে। মডিউল গঠন করে মূল বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন উৎস থেকে বিষয়গুলিকে সংকলিত করা হবে। এর ফলে সম্পন্ন দল এবং সম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উপকরণ পাবেন, যার মধ্যে থেকে বিদ্যালয় প্রধানরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অংশ নির্বাচন করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রগুলি হল :

- লক্ষ্যভিত্তিক মডিউল: বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধানদের বিভিন্ন চাহিদা লক্ষ করে ইচ্ছুক বিদ্যালয় প্রধানরা বহুমুখী নেতৃত্বের চাহিদাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিষয় ভিত্তিক মডিউল : দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্নতার দরুণ প্রাসঙ্গিক বাধাগুলির সম্মুখীন হওয়া আলোচনা করা।

সত্যি ঘটনা সমীক্ষা এই উপকরণগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এইগুলি সেই রাজ্যের অভিজ্ঞতা হবে। বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে SRG এই পাঠক্রমের রূপরেখা গঠন করবে। এই পাঠক্রম ও উপকরণগুলি রাজ্যসরকারের অধীন বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি এবং সমস্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয় নেতৃত্ব দানের জাতীয় কেন্দ্র- ন্যুপা

বিদ্যালয়গুকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষাদান কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য একটি সুসংহত, সুসংগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ নেতৃত্বের প্রয়োজন; যারা প্রতিনিয়ত উদ্‌ভাবন ও পরিবর্তনে সক্ষম হবেন। শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (NUEPA) পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয় প্রধান ও প্রশাসকদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে অনুভব করেছে এই ধরনের চাহিদাকে অবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম গঠন করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই বিদ্যালয় নেতৃত্বের জাতীয় কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। যা স্থায়ী ভাবে কার্যকর হয়ে এই চাহিদা পুরনে সক্ষম হবে।

জাতীয় বিদ্যালয় নেতৃত্বের গঠন কেন্দ্রের (NCSL) প্রধান উদ্দেশ্য নেতৃত্বদানের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যলয়গুলিকে পরিবর্তন ও রূপান্তরণের দিকে এগিয়ে দেয়া, এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয় প্রধানের সামর্থ অর্জন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও আঞ্চলিক চাহিদা ভিত্তিক পাঠক্রম নির্মাণ করেছেন। এই কেন্দ্র সর্বদাই বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহায়ক উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদ ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদানে বিশেষ উৎসাহ দেয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ও তারা যাতে পরস্পর ভাব বিনিময় করে সে বিষয়টি দেখা হয়। এই কেন্দ্র বিভিন্ন গবেষণাকে ও উৎসাহ দেয়, যাতে বিদ্যালয় প্রশাসন ও নেতৃত্বদান সম্পর্কে সংগঠিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালন সম্ভব হয়। এই কেন্দ্র বিদ্যালয় শিক্ষার প্রশাসন নেতৃত্বদানের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

এই কার্যক্রমের আওতায় আসবেন কর্মরত নবনিযুক্ত অধক্ষ্যরা ,অভিজ্ঞ শিক্ষকরা, প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষকরা। এই কার্যক্রমের সারমর্ম হল - প্রতিষ্ঠান, গ্রাম, জেলা, রাজ্য ও জাতীয়স্তরে নেতৃত্ব গঠন যার ফলস্বরূপ বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা রূপান্তরিত হবে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কুল লিডারশিপ
ন্যাশনাল ইউনিভাসিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন
১৭ বি, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নিউ দিল্লী- ১১০০১৬
EPABX Nos. : 26565600, 26544800
Fax : 91-011-26853041, 26865180